COAST has Special Consultative Status with the UN ECOSOC

জেলে বার্তা

www.coastbd.net

ইউএসএআইডি এর অর্থায়নে ,ইকোফিস,ওয়াল্ডফিস বাংলাদেশ ও দক্ষিণ এশিয়া এবং বাংলাদেশ মৎস্য অধিদপ্তরের সহায়তায়, কোস্ট ইকোফিশ প্রকল্প ভোলা থেকে পরিচালিত ভোলা জেলার মনপুরা,দৌলতখাঁন,ভোলা সদর, বোরহানউদ্দিন,তজুমদ্দিন,লালমোহন ও চরফ্যাসন উপজেলার ইকোফিশ কর্মসূচির মাসিক বুলেটিন।

৪র্থ বর্ষ, ২৫তম সংখ্যা | ফেব্রুয়ারী- ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ | ফাল্গুন -১৪২৪ বঙ্গাব্দ

"ছোট একটি উদ্যোগে মৎস্য সম্পদ রক্ষায় এগিয়ে এসেছে ভুইয়ার হাটের মৎস্যজীবীরা"

খুব বেশি দূরে নয় তবে কাছেও নয় ইলিশবাড়ি খ্যাত ভোলা জেলার প্রত্যন্ত দ্বীপ মনপুরা উপজেলা থেকে মাত্র ৫ কিঃমিঃ দূরত্বে মেঘনা তীরবর্তী ভুইয়ার হাট(চর ফয়েজ উদ্দীন) মাছ ঘাট। সকল দিক দিয়েই এই ঘাটের গুরুত্ব অনেক। পাশ্ববর্তী সংরক্ষিত বন ও মেঘনা নদীর মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য থাকায় স্থানীয় ভাবে পিকনিক স্পট এবং অবসরে সময় কাটানোর জন্য ও এই স্থানের কদর আছে। মা ইলিশ ধরা, জাটকা সহ সকল প্রকার ক্ষতিকর জাল ব্যবহারের মহা উৎসবে মেতে ছিল চর ফয়েজউদ্দীন তথা ভুইয়ার হাটের জেলেরা। মা ইলিশ, জাটকা ধরা ও বিক্রয় করা ছিল প্রতিদিনের স্বাভাবিক কাজ, তাই ইকোফিশ প্রকল্পের গ্রাম নির্বাচনে সময় মনপুরা উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা ভুইয়ার হাট(চর ফয়েজ উদ্দীন) গ্রামে ইকোফিশ প্রকল্প কে কাজ করার জন্য সুপারিশ করেন। প্রকল্পের সকল দিক যেমন নদীর তীরবর্তী গ্রাম, ইলিশ ও অন্যান্য মাছ এর প্রজননের জন্য উল্লেখযোগ্য স্থান, গ্রামের জেলেরা ইলিশ এর সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করে, জেলেদের মৎস্য আইন সম্পর্কে ধারনা নেই, দু একজনে জানলেমও তারা মোটেও মানেনা, অবৈধ কাজে রাজনৈতিক সহায়তা পাওয়া ইত্যাদি সবই ছিল এখানে তাই এক প্রকার চ্যালেঞ্জ নিয়েই মনপুরা উপজেলার হাজীর হাট ইউনিয়নের ভুইয়ার হাট(চর ফয়েজ উদ্দীন) গ্রামে কাজ শুরু করে ইকোফিশ প্রকল্প, কোস্ট ট্রাস্ট। প্রথমে কমিউনিটি প্রোফাইলের মাধ্যমে গ্রামের কি কি স্থানীয় সম্পদ আছে, কি ভাবে তা কাজে লাগানো যায়। গ্রামের প্রধান প্রধান সমস্যা গুলো কি কি এবং তার মোকাবেলার উপায়। গ্রামের মৎস্য সেক্টর এর স্টেকহোল্ডার আছে কারা তাদের কি ভূমিকা ইত্যাদি নির্নয় করা হয় ভুইয়ার হাট(চর ফয়েজ উদ্দীন) গ্রামের। গ্রামের জেলেদের নিয়ে ৫ (পাঁচ) টি ইলিশ সংরক্ষণ দল গঠন করা হয় অক্টোবর ২০১৫ সালে। যেখানে মাত্র ১৫০(এক শত পঞ্চাশ) জন সদস্য আছে। এর পর থেকে শুরু হয় নিরলস পথচলা ও জেলেদের নিয়ে বিভিন্ন ধরনের সভা করা। প্রতি মাসে একটি সভা ও বাড়ি পরিদর্শনের মাধ্যমে জেলে ও জেলে পরিবারের বধূদের বুঝানো। কথায় বলে "চোরে না শোনে ধর্মের কাহিনি।" আমাদের অবস্থা তখন এমন যে আমরা মিটিং এ বলি আপনারা কারেন্ট জাল ব্যবহার করবেন না তার মিটিং শেষ করে নাস্তা নিয়ে কারেন্ট জাল দিয়ে মাছ ধরার জন্য নদীতে যায়।

আমাদের ১১(এগার) মাসের চেষ্টায় সামান্য পরিবর্তন আনতে পারলেও কোন দৃশ্যমান পরিবর্তন তখনও হয়নি। অনেকটা হতাশার মধ্য দিয়েই সময় পার করছিলাম আমরা। আগস্ট ২০১৬ এর শেষের দিকে ভুইয়ার হাট মাছ ঘাটে জেলা মৎস্য কর্মকর্তার উপস্থিতিতে একটি কমিটি গঠন করা হয়। স্থানীয় ইউপি মেম্বার আবুল কাশেম মিয়া কে সভাপতি করে কমিটি গঠন করা হয়। এই থেকে পথ চলা শুরু, গত মা ইলিশ রক্ষা কার্যক্রমে ঘাটে সকল ধরনের মাছ ক্রয় ও বিক্রয় বন্ধ রেখে ছিলেন কমিটি। এই বিষয়ে ঘাট কমিটির সাধারণ সম্পাদক আবদুর রহিম বলেন যে "আমরা মাঝিদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাদের স্ত্রীদের হাতে জাল ও নৌকা উঠাইয়া দিয়া আসছি এবং বলছি দরকার হলে এই ২২(বাইশ) দিন অন্য কোন কাজ কর তবুও স্বামীদের নদীতে যেতে দিওনা। নদীতে নামলে যদি ধরা খাও তবে কোন দিন ছাড়াইতে যাইবো না" জাটকা রক্ষা কার্যক্রমের সময় তাদের ঘাটে কোন ধরনের জাটকা ক্রয় বিক্রয় হয় না। অভয়াশ্রম এর জন্য সকল প্রকার মাছ ধরা যখন বন্ধ ছিল ঠিক সেই সময়েও তার ঘাটের সকল প্রকার মাছ ক্রয় বিক্রয় বন্ধ রাখেন। ঘাট কমিটি তাদেও ভুইয়ার হাট মাছ ঘাটকে বেহুন্দী জাল মুক্ত ঘোষণা করেছেন। এই ঘাট সম্পর্কে উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা বলেন "ভুইয়ারহাট ঘাটে আগে প্রশাসনের উপর হামলা হতো এখন তা হয় না, ঘাটের লোক জন ইলিশ রক্ষায় সহযোগিতা করেন এবং নিজের উদ্যোগে ও অনেক কাজ করেন যা ইলিশ রক্ষায় সহায়ক।" স্থানীয় জসিম মাঝি যার পূর্বে দুইটি বেহুন্দী জাল ছিল তিনি বলেন "এই মেম্বারগো যন্ত্রনায় আর (আমার) দুইডা বাঁধা (বেহুন্দী) জাল ঘরে বইয়া নষ্ট হইয়া গেছে। এহন নতুন করে ইলিশ জাল গড়াইছি" । ঘাট কমিটি কে ইলিশ রক্ষা কার্যক্রমে তাদের আর কি ইচ্ছা আছে এমন প্রশ্ন করলে ঘাটের সভাপতি বলেন, আমাদের জাটকা ও মা ইলিশ রক্ষা করেত হবে তা না হইলে আমরা মাছের ব্যবসা করতে পরবো না। আর রক্ষা করার ফলতো আমরা হাতে নাতে পাইছি বর্তমানে অনেক ইলিশ পাইছি ও সামনে আরো পারব বলে আশা করি। ইলিশ রক্ষার কার্যক্রমে ভুইয়ার হাট মাছ ঘাট একটি জলোন্ত উদাহরণ।

কোস্ট ট্রাস্ট ইকোফিশ প্রকল্পের মাধ্যমে ভুইয়ার হাট গ্রামে জেলে বধুদের নিয়ে কমিউনিটি সঞ্চয়ী দল গঠন করে, যেখানে ৩০(ত্রিশ) জন সদস্য আছে। তারা প্রতি মাসে ১০০(এক শত) টাকা করে সঞ্চয় করে।

তাদের বর্তামনে মোট সঞ্চয় ১০৫৪০০(এক লক্ষ পাঁচ হাজার চার শত) টাকা। তারা ১০(দশ) জন সদস্যকে নিজেদের সঞ্চয় দিয়ে ঋণ দিয়েছে যা দিয়ে নারীরা নিজেরাই অর্থনৈতিক কাজের সাথে সম্পৃক্ত হচ্ছে।

কোস্ট ইকোফিশ প্রকল্প এর মাধ্যমে এইচ সি জি ১৫০ টি পরিবার কে একটি করে ছাগল বিতরণ করা হয়েছে যার মূল্য ৪,৫০,০০০(চার লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা এই কমিউনিটি তে বর্তমানে বিতরণ কৃত ছাগল ও ছাগলের বাচ্চা সহ মোট ২৮৮ (দুই শত আটাশি) টি ছাগল এইচ সি জি পরিবারের কাছে আছে যার বর্তমান মূল্য ১৫,৫৭,৫০০(পনের লক্ষ সাতান্ন হাজার পাঁচ শত) টাকা।

কমিউনিটির এইচ সি জি সদস্যদের মাঝে বিভিন্ন ধরণের সবজীর বীজ বিতরণ করা হয় এর পরে বিতরণ কৃত সবজির বীজ এর উপরে জরিপ পরিচালনা করা হয় সেখানে দেখা যায় যে প্রতিটি পরিবার তাদের উৎপাদিত সবজি সামান্য কিছু বিক্রি করেছে, নিজেরা শাক-সবজি খেয়েছে ও স্বজনদের মধ্যে বিতরণ করতে পেরেছে। আমরা এইচ সি জি ১৫০ টি পরিবারের মধ্যে সবজীর বীজ বিতরণ করেছি যার মূল্য ২২৫০০ (বাইশ হাজার পাঁচ শত) টাকা এই এইচ সি জি পরিবার গুলো শাক-সবজি বিক্রয় করে আয় করেছে ৭৫৩০০ (পচাত্তর হাজার তিন শত) টাকা।

ভোলায় জাটকা রক্ষায় র‍্যালী ও সচেতনতা সভাঃ

''জাটকা ধরে করবো না শেষ বাঁচবে জেলে হাঁসবে দেশ'' এ স্লোগানকে

সামনে রেখে ভোলার সদর উপজেলার ইলিশা এলাকার জাটকা ইলিশা রক্ষায় র‍্যালী, সচেতনতা সভা ও ভিডিও প্রদর্শন অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার বিকাল ৪ ঘটিকায় ইলিশা এলাকার গাজীপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠ থেকে র‍্যালী বের হয়ে ভোলা-লক্ষীপুর সড়ক দিয়ে ইলিশা ফেরিঘাট এলাকা প্রদক্ষিণ করে একই স্থানে গিয়ে শেষ হয়। পরে ইলিশা ইউনিয়নের প্যানেল চেয়ারম্যান মোস্তফা মিয়ার সভাপতিত্বে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন ভোলা জেলা মৎস্য কর্মকর্তা মোঃ রেজাউল করিম। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন কোস্টগার্ডের প্রধান নির্বাহী লেঃ হামিদুর রহমান, সদর উপজেলার মৎস্য কর্মকর্তা আসাদুজ্জামান, ইকোফিশ প্রকল্পের ওয়ার্ল্ডফিশ এর রিসার্স এসোসিয়েট ইফতেখারুল ইসলাম প্রমুখ। প্রধান অতিথির বক্তব্যে রেজাউল করিম বলেন, বর্তমান সরকারের আমলে ইলিশের উৎপাদন রেড়েছে। জেলেরা আগের চেয়ে এখন আরো সচেতন। আগামী নিষেধাজ্ঞার সময় জেলেরা নদীতে না গেলে পরবর্তীতে বড় ইলিশ আহরণ করে অধিক লাভবান হবে।সভা সফল করার জন্য সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন ইলিশা ইউনিয়নের সকল ইলিশ গার্ড। ইলিশা ইনিয়ন সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির আয়োজনে জাটকা ইলিশ সহ সকল মৎস্য সম্পদ রক্ষায় ইউএসএআইডি'র অর্থায়নে, ওয়ার্ল্ডফিশ ও মৎস্য অধিদপ্তরের সহযোগিতায় এবং কোস্ট ট্রাস্টের বাস্তবায়নাধীন ইকোফিশ-বাংলাদেশ প্রকল্পের সহযোগিতায় এ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। প্রকাশ থাকে যে ২৪ ফেব্রুয়ারি থেকে ২ মার্চ জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ ঘোষণা করেছে সরকার এবং আগামী ১ মার্চ থেকে ৩০ এপ্রিল মেঘনা ও তেতুলিয়া অভয়াশ্রমে সকল ধরনের মাছ ধরা বন্ধ থাকবে।

জাটকা রক্ষায় বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভিডিও চিত্র প্রদর্শনীঃ

২৪ ফেব্রুয়ারী থেকে ২ মার্চ জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ ঘোষণা করেছে সরকার। ভোলার তেতুলিয়া ও মেঘনা নদীতে অভয়াশ্রম এলাকায় আগামী ১ মার্চ থেকে ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত দুই মাস সকল ধরনের মাছ ধরা, ক্রয়, বিক্রয় ও পরিবহণ নিষিদ্ধ। মৎস্য আইন ১৯৫০ অনুযায়ি এই সময় মাছ ধরা, পরিবহন, মজুদ, বিক্রয় আইনত দন্ডণীয় অপরাধ। এ আইন অমান্যকারীর সকল ধৃত মাছ এবং মাছ ধরার উপকরণ বাজেয়াপ্ত করা যাবে। আইন অমান্যকারীকে কমপক্ষে একবছর হতে দুই বছর পর্যন্ত জেল অথবা সর্বোচ্চ ৫০০০(পাঁচ হাজার) টাকা জরিমানা অথবা উভয় প্রকার দন্ডে দন্ডিত করা যাবে।

কমিউনিট সঞ্চয় দলের মাসিক সভা

সিএসজি সদস্যরা তাদের সচেতনতা বৃদ্ধি ও দলের মধ্যে গতিশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতি মাসে সভায় মিলিত হন। সভায় তারা তাদের বিভিন্ন উন্নয়ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন এবং কিছু কিছু বিষয় বাস্তবায়নের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহন করেন এবং কাজটি কে কখন করবেন তার জন্য পরিবল্পনা তৈরী করেন। চলতি মাসে ৩৫টি গ্রামে ৩৫টি দলে ৩৫টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মোট ৯৮৯ জন নারী অংশগ্রহন করেন।

বিতরণ কৃত এ আই জি এ সহায়ক উপকরণ

কোস্ট ইকোফিশ প্রকল্পের এইচ সি জি সদস্যদের মাঝে বিতরণ কৃত সবজির বীজ এর উপরে জরিপ পরিচালনা করা হয় সেখানে দেখা যায় যে প্রতিটি পরিবার তাদের উৎপাদিত সবজি বিক্রি করতে না পারলেও চার থেকে পাঁচশত টাকার শাক-সবজি খেতে ও স্বজনদের মধ্যে বিতরণ করতে পেরেছে।

এই প্রকাশনাটি প্রস্তুতকরনে প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করেছেন ইকোফিশ প্রকল্পের সকল সহকর্মী ।

প্রয়োজনে যোগাযোগ:
মোঃ জহিরুল ইসলাম
প্রকল্প সমন্বয়কারি
কোস্ট ট্রাস্ট, মোবাইল: ০১৭১৩-৩২৮৮৩১
Email: jahirul.coast@gmail.com
www.coastbd.net